



জলদস্যু দমনে নামল দেশীয় প্রযুক্তির জাহাজ

কলকাতা: ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য নির্মীয়মাণ পরবর্তী প্রজন্মের অফশোর টহলজাহাজ ‘শ্রেয়স’ শনিবার কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই)-এ জলে নামানো হল। জাহাজটির নির্মাণক্রমিক পরিচিতি ইয়ার্ড ৩০৪০। ভাইস অ্যাডমিরাল অজয় কোচারের উপস্থিতিতে রেইমান কোচার জাহাজটির আনুষ্ঠানিক জলাবতরণ করেন। অনুষ্ঠানে ভারতীয় নৌবাহিনী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, জিআরএসই এবং শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য পরবর্তী প্রজন্মের অফশোর টহলজাহাজ নির্মাণের কাজ একই সঙ্গে গোয়ার গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেড (জিএসএল) এবং কলকাতার



জিআরএসই-তে চলছে। সম্পূর্ণ দেশীয় নকশা ও প্রযুক্তিতে নির্মিত এই জাহাজগুলি নৌবাহিনীর বর্তমান অফশোর ও নেক্সট জেনারেশন অফশোর টহলজাহাজের সক্ষমতা আরও বাড়াবে। সমুদ্রে নজরদারি, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান, সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা, মানবিক সহায়তা ও

বিপর্যয় মোকাবিলা এবং জলদস্যু দমনের মতো একাধিক ক্ষেত্রে জাহাজগুলি ব্যবহার করা হবে। বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক অভিযানে নৌবাহিনীর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই জাহাজ নির্মাণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

‘শ্রেয়স’ নামটি সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ শ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাহাজটির নামকরণ করা হয়েছে। এর জলাবতরণ দেশীয় জাহাজ নির্মাণে ভারতীয় নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির পথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা বাড়ানো এবং দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়

সরকারের ‘আত্মনির্ভর ভারত’ ও ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ উদ্যোগের সঙ্গে এই প্রকল্প সামঞ্জস্যপূর্ণ। দেশীয় নকশা ও নির্মাণের মাধ্যমে আধুনিক সামুদ্রিক নিরাপত্তার প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি ভারতের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তৈরি হবে নয়া কর্মসংস্থানও।

যোধপুর: আধুনিক যুদ্ধে সামরিক শক্তির নির্ধারক হয়ে উঠবে পরিস্থিতি শনাক্ত করা, তথ্য বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দ্রুত পদক্ষেপ করার ক্ষমতা। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার যোধপুরের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বহুজাতিক বিমান মহড়া ‘তরঙ্গশক্তি ২০২৬’-এর অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা কেবল সামরিক সরঞ্জাম ও যুদ্ধবিমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; প্রযুক্তি এবং পারস্পরিক আস্থাও তার ভিত্তি হয়ে উঠবে। ভারতীয় বায়ুসেনার আয়োজনে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত চলা এই মহড়ার দ্বিতীয় সংস্করণে অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ফ্রান্স, জার্মানি, শ্রীলঙ্কা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বায়ুসেনা অংশ নিয়েছে। পাশাপাশি ৩২টি দেশ পর্যবেক্ষক হিসেবে যুক্তরয়েছে। মহড়ার সফল আয়োজনের জন্য ভারতীয় বায়ুসেনা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, অংশগ্রহণকারী দেশগুলির উপস্থিতি পেশাগত অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, আধুনিক যুদ্ধের পরিসর স্থল, সমুদ্র ও আকাশের প্রচলিত ক্ষেত্র ছাড়িয়ে মহাকাশ, সাইবার ক্ষেত্র, তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালি এবং তথ্যের জগতে বিস্তৃত হয়েছে। চালকবিহীন ব্যবস্থা, ড্রোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইলেকট্রনিক যুদ্ধপ্রযুক্তি

এবং দূরপাল্লার নির্ভুল আঘাত হানতে সক্ষম অস্ত্র সামরিক অভিযানের চরিত্র বদলে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সামরিক শক্তির মূল্যায়ন কেবল কতগুলি যুদ্ধবিমান বা অস্ত্র রয়েছে, তার ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়। দ্রুত পরিস্থিতি বোঝা, নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলার ক্ষমতাই ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতাকে জাতীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করেন রাজনাথ সিং। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত এবং অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি নিজের দেশে উৎপাদনের সক্ষমতা থাকা জরুরি। স্বাধীনতার সময় সীমিত সম্পদ নিয়ে কাজ করা ভারতীয় বায়ুসেনা বর্তমানে উন্নত যুদ্ধবিমান, নির্ভুল অস্ত্র, আধুনিক সেন্সর, সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে সজ্জিত একটি আধুনিক মহাকাশ-প্রতিরক্ষা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারতের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, এর অর্থ বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির নকশা তৈরি, উন্নয়ন, উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আধুনিকীকরণের নিজস্ব ক্ষমতা গড়ে তোলা। ভারতের দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থার উদাহরণ হিসেবে তিনি তেজস

যুদ্ধবিমান, ধ্রুব, রুদ্র ও প্রচণ্ড হেলিকপ্টার, লাইট ইউটিলিটি হেলিকপ্টার এবং আকাশ আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি সক্রিয় ইলেকট্রনিক স্ক্যানিং অ্যারে বা এইএসএ রাডার, ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা এবং চালকবিহীন ও মহাকাশ-প্রযুক্তির বিকাশের কথাও তুলে ধরেন। পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ যুদ্ধবিমান প্রযুক্তি আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট বা এএমসিএ কর্মসূচিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেন তিনি। উন্নত বিমান ইঞ্জিনের দেশীয় উন্নয়ন এবং যৌথ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার উপরেও জোর দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর মতে, গবেষণা, যৌথ প্রযুক্তি উন্নয়ন, উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সমন্বয় দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতার সুযোগ খতিয়ে দেখতে আগ্রহী ভারত। একই সঙ্গে নিজস্ব প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য অংশীদার এবং স্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলাও জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে ‘তরঙ্গশক্তি’-র গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে রাজনাথ সিং বলেন, বিভিন্ন দেশের বায়ুসেনা একসঙ্গে মহড়ায় অংশ নিয়ে একে অপরের কার্যপদ্ধতি, যুদ্ধবিমান, সামরিক মতবাদ এবং অভিযান পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পারে। যৌথ মহড়া পরিচালনাগত জ্ঞান বিনিময়, প্রচলিত ধারণা পর্যালোচনা এবং

দ্বিতীয় পাতায়

আত্মঘাতী হামলারই ছক আতঙ্কবাদের উদ্দেশ্যেই বিমান ছিনতাইয়ের চেষ্টা পাইলটের

দুবাই: ফ্লাইদুবাইয়ের উড়ান এফজেড১০৭৩-এর সহকারী পাইলটের বিরুদ্ধে বিমান ছিনতাই করে ইজরায়েলের তেল আভিভে বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরের যাত্রী টার্মিনালে আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনার অভিযোগ এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির তদন্তকারী সংস্থা। শুক্রবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির অ্যাটর্নি জেনারেল ড. হামাদ সাইফ আল শামসি তদন্তের অগ্রগতি জানিয়ে দাবি করেন, ২৯ বছর বয়সি ওমানি নাগরিক ওই পাইলট পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তবে তদন্ত এখনও চলছে এবং সম্ভাব্য সহযোগীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অ্যাটর্নি জেনারেলের বিবৃতি অনুযায়ী, অভিযুক্ত এর আগে দু’বার তেল আভিভে উড়ে গিয়ে বিমানবন্দর ও উড়ানপথ সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তদন্তকারীদের দাবি, এই সফরগুলি ছিল তাঁর পরিকল্পনার প্রস্তুতিপর্ব। গত ৩০ সেপ্টেম্বর তৃতীয়বার তেল আভিভগামী উড়ানে তিনি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার দিন ককপিটের ভিতরে আচমকা বিমানের ক্যাপ্টেনের উপর জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের কুঠার দিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ক্যাপ্টেন প্রতিরোধ করেন এবং সাহায্যের জন্য যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এদিকে, ফিরতি উড়ানের দায়িত্বে থাকা আর এক পাইলটও ওই বিমানে ছিলেন। ককপিটের দরজা অস্বাভাবিকভাবে বারবার খোলা ও বন্ধ হতে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। তিনি প্রবেশের সাংকেতিক নম্বর ব্যবহার করে ককপিটে ঢোকার চেষ্টা করেন এবং ভিতরে ক্যাপ্টেনের উপর হামলার দৃশ্য দেখতে পান। এরপর ওই পাইলট, এক বিমানসেবাকর্মী এবং কয়েকজন যাত্রী একসঙ্গে হস্তক্ষেপ করে আহত ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করেন এবং অভিযুক্তকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে ক্যাপ্টেন ও ফিরতি উড়ানের সহকারী পাইলটের সহায়তায় বিমানটির নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করা হয়। বিমানটির গতিপথ পরিবর্তন করে

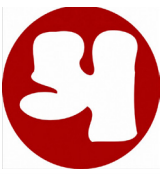
সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করানো হয়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্তের মধ্যে চরমপন্থী মনোভাবের বিকাশ শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে, অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনার সময়। সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এবং আত্মঘাতী হামলাকে সমর্থন করে এমন সাহিত্য ও অনলাইন বিষয়বস্তু তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলাও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বলে অভিযোগ। অ্যাটর্নি জেনারেলের বিবরণ অনুযায়ী, অভিযুক্ত স্বীকার করেছেন যে একই ধরনের হামলার ধারণা থেকেই তিনি বিমানচালক হওয়ার পেশা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অভিযুক্তের বক্তব্য অনুযায়ী, মেলবোর্নে পড়ার সময় তিনি রয়্যাল মেলবোর্ন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-র সঙ্গে যুক্ত একটি মসজিদে নিয়মিত যেতেন। সেখানে ‘মাই সেন্টার’ নামে পরিচিত একটি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কেন্দ্রটি ‘আবু হামজা’ নামে পরিচিত এক লেবানিজ ব্যক্তির পরিচালনায় ছিল বলে তাঁর দাবি। ওই কেন্দ্র মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সংগঠনের সহায়তা পেত বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। তবে এই সংযোগগুলির বিষয়ে তদন্তের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও প্রকাশিত হয়নি। তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্ত নিজেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করতে সন্ত্রাসবাদ-সমর্থক বিষয়বস্তুর সংস্পর্শ বাড়িয়েছিলেন এবং ব্যক্তিগত প্রশিক্ষকের কাছে বক্সিং শিখেছিলেন। তাঁর কর্মজীবনেও একাধিক বিমান সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার তথ্য উঠে এসেছে। ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তিনি ওমান এয়ারে কাজ করেন। ২০২৫ সালের গোড়ায় রয়্যাল এয়ার মারোক-এ যোগ দিয়ে কয়েক মাস কাজ করার পর ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ফ্লাইদুবাইয়ে যোগ দেন। ফ্লাইদুবাইয়ে নিয়োগের সময় অনুসৃত পদ্ধতিও তদন্তের আওতায় এসেছে। অ্যাটর্নি

জেনারেলের বিবৃতি অনুযায়ী, অভিযুক্তের বৈধ পাইলট লাইসেন্স, সাদাচরণের শংসাপত্র এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা যাচাইয়ের মতো শর্ত পূরণের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াগুলির কোনওটিতেই তাঁর কথিত চরমপন্থী মনোভাব বা হামলার পরিকল্পনার ইঙ্গিত ধরা পড়েনি বলে তদন্তে দাবি করা হয়েছে। আমিরশাহির সরকারি সংবাদ সংস্থা ওয়াম জানিয়েছে, অভিযুক্ত তাঁর আইনজীবীর উপস্থিতিতে বিস্তারিত স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে হামলার উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ের বিবরণ রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তিনি একাই কাজ করেছেন এবং অন্য কেউ যুক্ত ছিলেন না বলে দাবি করেছেন। তবে তদন্তকারীরা এই বক্তব্য যাচাই করছেন। বিমানের ক্যাপ্টেন, ফিরতি উড়ানের পাইলট ও সহকারী পাইলট এবং বিমানকর্মীদের বক্তব্যও নথিভুক্ত করেছে আমিরশাহির সরকারি কৌশলির দফতর। চিকিৎসা-সংক্রান্ত ফরেনসিক প্রতিবেদনে ক্যাপ্টেনের মাথায় আঘাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আঘাতগুলি সাম্প্রতিক এবং ঘটনার সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। আঘাতের ধরন জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত কুঠারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই তথ্য অভিযুক্ত ও ক্যাপ্টেনের বক্তব্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণের সঙ্গে মেলে বলে দাবি তদন্তকারীদের। তবে কীভাবে ওই ওমানি পাইলট, বিমান চালানোর চারপত্র পেলে, সে বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। সূত্রের খবর, ওই ঘটনার সঙ্গে বন্দর কর্তৃপক্ষের কারো যোগাযোগ থাকতে পারে। ঘটনায় অন্য কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি রেকর্ডিং ও প্রযুক্তিগত প্রতিবেদন পরীক্ষা করছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সরকারি কৌশলির দফতর। তদন্তের প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তী তথ্য প্রকাশ করা হবে বলে ওয়াম জানিয়েছে।

বিনিয়োগে সেবির নতুন গাইডলাইন প্রকাশিত

নয়াদিল্লি: পূঁজিবাজারে বিধিভঙ্গ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সরল ও আরও স্বচ্ছ করতে নতুন সেটলমেন্ট রেগুলেশনস, ২০২৬ বিজ্ঞপ্তি জারি করল ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড (সেবি)। সংশোধিত বিধিতে নিষ্পত্তির অর্থ নির্ধারণের সূত্রে পরিবর্তন আনার পাশাপাশি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিষ্পত্তির অঙ্ক রয়েছে, এমন যোগ্য মামলার জন্য দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। নতুন কাঠামোয় নিষ্পত্তির শর্তের মধ্যে থাকবে নির্ধারিত নিষ্পত্তির অর্থ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেআইনিভাবে অর্জিত লাভ পুনরুদ্ধার এবং সংশোধনমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা। আগে এই শেযুক্ত ব্যবস্থাগুলিকে অ-আর্থিক শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হত। বেআইনি লাভ পুনরুদ্ধারের হিসাবকে নিষ্পত্তির অর্থ থেকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে একই অঙ্ক দু’বার গণনা না হয়। সেবির সংশোধিত সূত্র অনুযায়ী, নিষ্পত্তির অর্থের ভিত্তি নির্ধারিত হবে সংশ্লিষ্ট বিধিভঙ্গের জন্য সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ন্যূনতম জরিমানার ভিত্তিতে। এর সঙ্গে বিবেচনা করা হবে মামলার কার্যধারা কোন পর্যায়ের রয়েছে, ইতিমধ্যে কী নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, বিধিভঙ্গের গুরুত্ব, অপরাধের গুরুত্ব বাড়ায় বা কমায় এমন পরিস্থিতি এবং আইনি খরচের মতো বিষয়। অন্যদিকে, বেআইনিভাবে অর্জিত লাভ, ক্ষতি এড়িয়ে পাওয়া সুবিধা এবং বিনিয়োগকারীদের হওয়া ক্ষতি নিষ্পত্তির অর্থের ভিত্তিগত হিসাবের বাইরে রাখা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলি পৃথকভাবে বেআইনি লাভ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে বিবেচনা করা হবে। এর ফলে নিষ্পত্তির অঙ্ক নির্ধারণ এবং অন্যায়াভাবে অর্জিত আর্থিক সুবিধা ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বজায় থাকবে। নতুন বিধিতে দ্রুত নিষ্পত্তির দুটি শ্রেণি রাখা হয়েছে—বিধিভঙ্গের ধরনভিত্তিক দ্রুত নিষ্পত্তি এবং আর্থিক সীমাবদ্ধিত দ্রুত নিষ্পত্তি। নিষ্পত্তির অঙ্ক ১০ লক্ষ টাকা

বা তার কম হলে নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে বিষয়টি অভ্যন্তরীণ কমিটি থেকে সরাসরি সেবির পূর্ণকালীন সদস্যদের প্যানেলে পাঠানো হবে। এর মাধ্যমে যোগ্য ছোট অঙ্কের মামলায় নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত করার সুযোগ তৈরি হবে। বিধিভঙ্গের ধরনভিত্তিক দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সেবি সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নোটিস দিয়ে নিষ্পত্তির সুযোগ দেবে। নোটিসে নির্ধারিত অর্থ জমা দেওয়ার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার প্রস্তাব থাকবে। অর্থ জমা হওয়ার পর নির্ধারিত প্যানেল নিষ্পত্তির আদেশ জারি করবে। তবে শুধু আর্থিক অঙ্কের সীমা পূরণ করলেই দ্রুত নিষ্পত্তির সুযোগ মিলবে না। বিধিভঙ্গের প্রকৃতি এবং নির্দিষ্ট কিছু তথ্য প্রকাশ-সংক্রান্ত লঙ্ঘনের মতো বিষয়ও যোগ্যতা নির্ধারণে বিবেচিত হবে। আর্থিক বিবরণীতে ভুল তথ্য উপস্থাপন কিংবা তহবিল অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার মতো মামলাও নতুন বিধির আওতায় নিষ্পত্তি করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে যথাযথ সংশোধনমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তার মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ এবং সরিয়ে নেওয়া তহবিল পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থাও থাকতে পারে। সেবির দাবি, সংশোধিত কাঠামোয় নিষ্পত্তির অর্থ নির্ধারণের পদ্ধতি আরও পূর্বানুমানযোগ্য হবে এবং বিভিন্ন ধরনের বিধিভঙ্গের ক্ষেত্রে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সহজ হবে। একই সঙ্গে বেআইনি আর্থিক সুবিধা পুনরুদ্ধার এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপের পৃথক ব্যবস্থা রেখে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। এই সংস্কারকে পূঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে। দ্রুত নিষ্পত্তির সুযোগ তৈরি হলে যোগ্য মামলাগুলির ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার চাপ কমেতে পারে। তবে কোন মামলায় এই সুবিধা মিলবে, তা নির্ভর করবে নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত, বিধিভঙ্গের প্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার উপর-এমনটাই সেবির তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।



সম্পাদকীয়

শরতের আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, মাঠের ধারে কাশফুল, ভোরের বাতাসে শিউলির গন্ধ—বাঙালির কাছে দুর্গাপূজোর আগমনী বার্তা বহন করে এই চিরপরিচিত দৃশ্যগুলি। অথচ পূজোর আবহ কেবল প্রকৃতির পরিবর্তনে তৈরি হয় না। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের মন, সামাজিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং উৎসবকে ঘিরে এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ। সেই অনুভূতি ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশাই যেন নতুন করে আলোচনায় উঠে আসছে বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে। দীর্ঘ তৃণমূল শাসনকালে দুর্গাপূজোর সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। সরকারি অনুদান, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতি এবং উৎসবের সঙ্গে দলীয় প্রভাবের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে বারবার। পূজোর মতো সর্বজনীন উৎসবের সঙ্গে রাজনীতির এই ঘনিষ্ঠতা অনেকের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। তাঁদের মনে হয়েছিল, পাড়ার মানুষের নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে ওঠা উৎসব ক্রমশ রাজনৈতিক পরিচিতি ও প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। নতুন রাজ্য সরকারের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ রয়েছে। দুর্গাপুজোকে ঘিরে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে হলে উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্রকে সম্মান জানাতে হবে। প্রশাসনের দায়িত্ব থাকবে নিরাপত্তা, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, জরুরি পরিষেবা এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নিশ্চিত করা। পূজোর সাংস্কৃতিক চরিত্র নির্ধারণের অধিকার থাকবে আয়োজক ও সাধারণ মানুষের হাতে। বাংলার দুর্গাপূজোর

শক্তি তার বৈচিত্র্যে। কোথাও বনেদিবাড়ির সার্বকি পূজো, কোথাও গ্রামের বারোয়ারি আয়োজন, কোথাও শহরের শিল্পসমৃদ্ধ মণ্ডপ। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই বাঙালির সামাজিক ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রতিফলিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সেই ঐতিহ্যের মৌলিক চরিত্র বদলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং প্রত্যেকটি পূজো যাতে স্বাধীনভাবে নিজের ঐতিহ্য ও সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারে, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করাই প্রশাসনিক সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। পূজোর অর্থনীতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিমাসিল্পী, আলোকশিল্পী, ঢাকি, মণ্ডপ নির্মাতা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পরিবহণকর্মী এবং অসংখ্য অস্থায়ী শ্রমিকের জীবিকা এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাঁদের কাজের সুযোগ, ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে উৎসবের আনন্দের সঙ্গে অর্থনৈতিক সুফলও যুক্ত হবে। নতুন সরকারের কাছে এই ক্ষেত্রেও মানুষের প্রত্যাশা থাকবে। দুর্গাপুজো বাঙালির ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি এক বৃহৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র। এই উৎসবের প্রাণশক্তি নিহিত রয়েছে মানুষের অংশগ্রহণে। রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা নিয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু উৎসবের পরিসর যেন সেই মতপার্থক্যের উর্ধ্বে থাকে। সরকারি সহায়তা কিংবা প্রশাসনিক সহযোগিতা কোনও রাজনৈতিক আনুগত্যের শর্তে নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়। বাতাসে পূজোর গন্ধ ফিরে আসার অনুভূতি তাই একটি গভীর সামাজিক প্রত্যাশার প্রতীক হয়ে উঠতে পারে।

বনাধিকার আইনে ঝুলছে ১১ লক্ষ বিবাদের দাবি

কলকাতা: বনাধিকার আইন, ২০০৬-এর আওতায় দেশজুড়ে জমা পড়া ১১ লক্ষেরও বেশি দাবি এখনও বিভিন্ন পর্যায়ে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। ৩১ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মোট ৫৪ লক্ষেরও বেশি দাবি জমা পড়েছে এবং প্রায় ২৫ লক্ষ অধিকারপত্র বিলি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ১৮ লক্ষেরও বেশি দাবি খারিজ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ঝুলে থাকা দাবির দ্রুত নিষ্পত্তি, খারিজ হওয়া আবেদনের আইন ও বিধি মেনে পুনর্বিবেচনা এবং স্বীকৃত অধিকার সরকারি নথিতে অন্তর্ভুক্ত করার উপর জোর দিল কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক।

শুক্রবার, ৯ অক্টোবর কলকাতায় বনাধিকার আইন বাস্তবায়ন নিয়ে দ্বিতীয় আঞ্চলিক পর্যালোচনা সম্মেলনের আয়োজন করে কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের আদিবাসী কল্যাণ, রাজস্ব ও বন দফতরের পদস্থ আধিকারিক এবং আদিবাসী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে অংশ নেন। যেসব জেলায় বনাধিকার সংক্রান্ত দাবি বেশি সংখ্যায় ঝুলে রয়েছে, সেখানকার জেলাশাসক, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব এবং আইটিডিপি/আইটিডিএ প্রকল্প আধিকারিকদেরও আলোচনায় যুক্ত করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের আধিকারিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বনাধিকার সংক্রান্ত নথির ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা, সরকারি রেকর্ডে স্বীকৃত অধিকার অন্তর্ভুক্তি এবং অধিকারপ্রাপকদের জীবিকা প্রকল্প ও ঋণসুবিধার সঙ্গে যুক্ত করার অভিজ্ঞতা তুলে ধরার জন্য।

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের যুগ্মসচিব জানান, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও অসমের কয়েকটি জেলায় বনাধিকার সংক্রান্ত দাবি নিষ্পত্তির অপেক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এই পরিস্থিতিতে জেলাভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বনাধিকার সংক্রান্ত তথ্যের অসঙ্গতি দূর করা, মামলার নথি ডিজিটাল করা এবং স্বীকৃত অধিকার রাজস্ব ও বন দফতরের রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

মন্ত্রকের সচিব তাঁর বিশেষ ভাষণে বলেন, বনাধিকার আইন বনাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অধিকার, মর্যাদা ও আকাঙ্ক্ষাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থায়ী উন্নয়নের কেন্দ্রে স্থাপন করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের ডিজিটাল নথি তৈরি ও অধিকারপ্রাপকদের পরবর্তী সহায়তা দেওয়ার অভিজ্ঞতা এবং ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ে বিশেষভাবে দুর্বল আদিবাসী গোষ্ঠীর আবাসভূমির অধিকার স্বীকৃতির

উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি। ব্যক্তিগত বনাধিকার দাবির স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও এই দুই রাজ্যের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়।

সম্মেলনে সামষ্টিক বনসম্পদ অধিকার কার্যকর করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই অধিকার স্বীকৃত হওয়ার পর গ্রামসভাগুলির হাতে তা প্রয়োগের উপযুক্ত সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন বলে জানান মন্ত্রকের সচিব। গ্রামসভাগুলিকে সামষ্টিক বনসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে গ্রামসভাগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ডিএ-জেজিইউএ প্রকল্পের আওতায় সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

বিশেষভাবে দুর্বল আদিবাসী গোষ্ঠী বা পিভিটিজি-র আবাসভূমির অধিকার স্বীকৃতির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে পৃথক কর্মপরিকল্পনা তৈরির আহ্বান জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্রামের গ্রামসভা এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংবেদনশীলতার সঙ্গে এই পরিকল্পনা তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। স্বীকৃত অধিকারগুলিকে সঠিক মানচিত্র-সহ রাজস্ব ও বন দফতরের নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং উৎপাদনশীল জমির ব্যবহার, আবাসন ও জীবিকার বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে অধিকারপ্রাপকদের যুক্ত করার উপরেও জোর দেওয়া হয়।

সম্মেলনে বনাধিকার সংক্রান্ত নথির ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা এবং তথ্যের ভোগালিক সংযুক্তিকরণের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের আধিকারিকরা জাতীয় বনাধিকার পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপের ব্যবহারিক দিক প্রদর্শন করেন। রাজ্যগুলিকে তাদের বিদ্যমান বনাধিকার সংক্রান্ত তথ্য অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস বা এপিআই-এর মাধ্যমে সংযুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনে তথ্যের অসঙ্গতি ও বিলম্ব দূর করা, গ্রামসভাগুলির মধ্যে অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং দাবি নিষ্পত্তির পর অধিকারপ্রাপকদের সহায়তা নিশ্চিত করার জন্যও কর্মপরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়।

আটটি রাজ্যের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ রাজ্যে দাবি নিষ্পত্তি, আবাসভূমির অধিকার এবং ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি তুলে ধরেন।

বারাণসী: বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে যুবসমাজকে দেশের উন্নয়নের সক্রিয় অংশীদার ও দূত হয়ে ওঠার আহ্বান জানানলেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। তাঁর বক্তব্য, ২০৪৭ সালে যে প্রজন্ম ভারতের নেতৃত্ব দেবে, আজকের যুবসমাজই সেই প্রজন্ম। তাই ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি সমাজ ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থেও তরুণদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

শনিবার বারাণসীর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ভবনে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের উদ্যোগে ‘যুব ফর বিকশিত ভারত: মাই ভারত যুব সম্মেলন’-এর আয়োজন করা হয়। মেরা যুব ভারত বা মাই ভারত-এর মাধ্যমে আয়োজিত এই সম্মেলনে ক্রীড়াবিদ, শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতি ছাত্রছাত্রী, ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাতা এবং তরুণ নেতৃত্বের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। যুবসমাজের সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং দেশ গঠনে তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোই ছিল সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশ সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী গিরিশচন্দ্র যাদব এবং কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক দফতরের সচিব সুনীল পালিওয়াল। ভারতীয় ক্রিকেটার ধ্রুব জুরেল এবং ‘হনুমান অংশ’-এর পরিচালক বিশাল চতুর্বেদীও সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

বিকশিত ভারত@২০৪৭-এর লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে মনসুখ মাণ্ডব্য বলেন, যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হতে পারে। তাঁর কথায়, “বিকশিত ভারত গড়ে উঠবে যুবসমাজের জন্য, যুবসমাজের দ্বারা এবং যুবসমাজকে সঙ্গে নিয়েই।” তরুণদের শৃঙ্খলা, সেবা, দায়িত্ববোধ এবং পরস্পরিক শ্রদ্ধার মতো মূল্যবোধকে জীবনের অংশ করে তোলার পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর মতে, সমাজে অর্থবহ পরিবর্তন আনতে সব সময় বড় কোনও উদ্যোগের প্রয়োজন হয় না।

সাহায্য

প্রথম পাতার বাকি অংশ

সমন্বয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি করে। মহড়া থেকে পাওয়া শিক্ষা প্রশিক্ষণ, রণকৌশল, প্রযুক্তি, সামরিক মতবাদ এবং ভবিষ্যৎ সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনায় কাজে লাগানো হয়। তিনি ভারতীয় বায়ুসেনাকে আহ্বান জানান।

মহড়ার বার্তা তুলে ধরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, “বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন বিমান, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা—কিন্তু আকাশ একটাই।” তাঁর মতে, মহড়ার সাফল্য কেবল কতগুলি উড্ডয়ন বা অনুশীলন সম্পন্ন হল, তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অংশীদার বাহিনীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ, সমন্বয় এবং কার্যকরভাবে একযোগে অভিযান চালানোর সক্ষমতা অর্জনও এর গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

২০২৪ সালে প্রথম সংস্করণের সাফল্যের পর দ্বিতীয় ‘তরঙ্গশক্তি’ ভারতের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক অংশীদারত্বের উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেল।

মহড়ায় যুদ্ধবিমান, পরিবহণ বিমান, নজরদারি ব্যবস্থা এবং আকাশে জ্বালানি সরবরাহের বিভিন্ন সক্ষমতা নিয়ে কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। দেশীয় তেজস হালকা যুদ্ধবিমান এবং প্রচণ্ড হালকা যুদ্ধ হেলিকপ্টারের অংশগ্রহণ ভারতের নিজস্ব বিমান নকশা, প্রযুক্তি ও উৎপাদন সক্ষমতার অগ্রগতিও তুলে ধরছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিবরণে ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর অভিজ্ঞতাও আধুনিক বিমানশক্তির গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে। ওই অভিযানে নির্ভুল ও নিয়ন্ত্রিত সামরিক পদক্ষেপ, সমন্বিত পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতির ভূমিকা স্পষ্ট হয়েছিল বলে বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে। মহড়ার উড়ান-পর্বের পাশাপাশি পেশাগত আলোচনা, শিল্প পরিদর্শন, যোগাভ্যাস, ঐতিহ্যবাহী স্থান পরিদর্শন এবং অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সংস্কৃতি তুলে ধরতে আন্তর্জাতিক সন্ধ্যারও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল এন. এস. রাজা সুব্রহ্মণি, বায়ুসেনাপ্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এ. পি. সিং, নৌসেনাপ্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন-সহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও অংশগ্রহণকারী দেশগুলির আধিকারিকরা।তরঙ্গশক্তির সাফল্যে যারপরনাই আগ্রহ হয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ইতিমধ্যেই ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একাধিক কর্মসূচি সম্পাদনের মাধ্যমে নিজের সক্ষমতার পরিচয় প্রমাণ করেছে।

উদ্দেশ্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে নেওয়া ছোট পদক্ষেপও উল্লেখযোগ্য ফল দিতে পারে।

মাই ভারত-এর মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবা, নেতৃত্বের বিকাশ, সমাজসেবা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের বিভিন্ন সুযোগের কথাও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, দেশের বিপুল যুবশক্তিকে বৃহত্তর জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে তা উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে উঠবে। বিকশিত ভারত কোনও দূরবর্তী গন্তব্যমাত্র নয়; তরুণদের শক্তি, চিন্তা, শৃঙ্খলা ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করার মতো একটি জাতীয় কর্মসূচি। আগামী প্রজন্মের জন্য কী ধরনের দেশ গড়ে তোলা হবে এবং নিজেদের কাজের মাধ্যমে কী উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া হবে, তা নিয়েও যুবসমাজকে ভাবতে বলেন তিনি।

যুবসমাজের মধ্যে মাদকবিরোধী সচেতনতা গড়ে তোলার উপরেও জোর দেন মাণ্ডব্য। ‘নশা মুক্ত যুব ফর বিকশিত ভারত অভিযান’-এর প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, মাদকাসক্তি তরুণদের সম্ভাবনা, পারিবারিক সুস্থতা এবং দেশের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সচেতনতা বৃদ্ধি, ইতিবাচক জীবনযাপনে উৎসাহ এবং সমাজকে মাদকমুক্ত করার কাজে তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষে ডিজিটাল মাধ্যম ও সৃজনশীলতার দায়িত্বশীল ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী যুবক-যুবতীদের সংবর্ধনা। এশিয়ান গেমসে পদকজয়ী রোহিত যাদব, প্রদী চৌধুরী, পারুল চৌধুরী, জয় কুমার এবং রাজ কুমার পালকে তাঁদের ক্রীড়া সাফল্যের জন্য সম্মানিত করা হয়। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে আইআইটি (বিএইচইউ)-তে ভর্তি সুযোগ পাওয়া অর্পিত গিরি, আদিত্য উপাধ্যায় এবং অবসিকাকেও তাঁদের শিক্ষাগত কৃতিত্বের জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

ডিজিটাল মাধ্যমে সৃজনশীল কাজ এবং

সামাজিক প্রভাব তৈরির ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রজ্বল প্রজাপতি, অভিষেক চৌরাসিয়া, অমিত কুমার গৌতম, হর্ষ গুপ্ত, শিবম পাণ্ডে, সূর্য্যাংশু গুপ্তা, সৌরভ চন্দ্র, ভীম যাদব, শিবাদিত্য, দিশু খান্না এবং আদিত্য মৌর্যকে সম্মানিত করা হয়। তরুণদের মধ্যে যোগাযোগ, সৃজনশীল প্রকাশ এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ডিজিটাল মাধ্যমের ভূমিকা এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়।

ভারতীয় ক্রিকেটার ধ্রুব জুরেল খেলাধুলায় সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা, অঙ্গীকার এবং অধ্যবসায়ের গুরুত্ব নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ‘হনুমান অংশ’-এর পরিচালক বিশাল চতুর্বেদী সৃজনশীল প্রকাশ, সঙ্গীত এবং সাংস্কৃতিক কাহিনির মাধ্যমে তরুণ দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। অনুষ্ঠানে সাধু তিওয়ারির সঙ্গীত পরিবেশনার পাশাপাশি লোকসঙ্গীত, পথনাটিকা এবং মাই ভারত স্বেচ্ছাসেবকদের পরিবেশিত লোকনৃত্যের আয়োজন ছিল।

সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবা, নেতৃত্ব, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা এবং সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগের সঙ্গে যুবসমাজকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে মাই ভারত-এর ভূমিকা তুলে ধরা হয়। কৃতিদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং যুব নেতৃত্বাধীন উদ্যোগে আরও বেশি তরুণকে যুক্ত করার লক্ষ্যও সামনে রাখা হয়। বিকশিত ভারত@২০৪৭-এর পথে এগিয়ে যেতে তরুণদের প্রতিভার বিকাশ, সাফল্যের স্বীকৃতি এবং দেশ গঠনে তাঁদের অর্থবহ অংশগ্রহণের গুরুত্ব ফের তুলে ধরল এই সম্মেলন- এমনটাই দাবি, কেন্দ্রীয় যুব মন্ত্রকের আধিকারিকদের।

দেশে যুব প্রতিবাদের নামে যখন একের পর এক রাষ্ট্রবিরোধী ঘটনা সামনে আসছে, তখন বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রী নিজের কেন্দ্রে মে ভারত যুব উৎসবে যুবক-যুবতীদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর যুবক-যুবতী এই অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

মহালয়ার শুভেচ্ছা রাষ্ট্রনেতাদের

নয়াদিল্লি: মহালয়ার পুণ্যলগ্নে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। সকলের জীবনে সুখ, শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে তাঁরা দেবী দুর্গার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।

শনিবার সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এ শুভেচ্ছাবার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, “শুভ মহালয়া! আমরা মা দুর্গার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তাঁর আশীর্বাদে আমাদের সমাজ সুখ, সহর্মমিতা ও আশায় ভরে উঠুক। সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করুক।” মহালয়ার এই পুণ্য উপলক্ষে সমাজের সর্বস্তরে ইতিবাচকতা ও মঙ্গল কামনা করেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও মহালয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলের জীবনে অপরিসীম আনন্দ, সুস্থতা ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। তাঁর বার্তায় দেবী দুর্গার আশীর্বাদে প্রতিটি জীবন আনন্দময়

হয়ে ওঠার প্রার্থনা উঠে আসে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় সকলের সুস্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে বলেন, মা দুর্গার আশীর্বাদ যেন সর্বদা মানুষের সঙ্গে থাকে। হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী, মহালয়ার মধ্য দিয়ে ষোলো দিনের পিতৃপক্ষের অবসান ঘটে এবং শুরু হয় দেবীপক্ষ। এই দিন থেকেই দুর্গাপূজোর উৎসবকে ঘিরে বাঙালির প্রতীক্ষা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বাঙালি সমাজে মহালয়ার বিশেষ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। পুরাণকথায় মহালয়া অসুর মহিষাসুরের বিরুদ্ধে দেবী দুর্গার বিজয়ের সঙ্গে যুক্ত। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে এই কাহিনি পরিচিত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, মহিষাসুরকে পরাস্ত করতে দেবতার আদ্যাশক্তির শরণাপন্ন হলে দেবী দুর্গার আবির্ভাব ঘটে।

